











বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এর ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে আমি বিমানের কর্মকর্তা-কর্মচারী , যাত্রীসাধারণ, শূভানুধ্যায়ীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ৪ জানুয়ারি সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা করেন রাষ্ট্রীয় পতাকাবাহী সংস্থা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৭২ সালের ৭ মার্চ চট্টগ্রাম ও সিলেট এবং ৯ মার্চ যশোর রুটে প্রথমবারের মতো অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট পরিচালনার মাধ্যমে বিমান বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে। অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটের তিনদিন আগে অর্থাৎ ৪ মার্চ ১৭৯ জন যাত্রীকে ভাড়ায় চালিত উড়োজাহাজে লভন থেকে ঢাকায় নিয়ে আসার মাধ্যমে বিমানের প্রথম আন্তর্জাতিক ফ্লাইট পরিচালিত হয়। বঙ্গবন্ধ বিভিন্ন দেশ থেকে উডোজাহাজ সংগ্রহ করে বিমানের বহর সমন্ধ করার উদ্যোগ নেন এবং বিমানের জন্য আন্তর্জাতিক মানের একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এরই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে বিমানের বহরে যুক্ত হয়েছে নতুন নতুন এয়ারক্রাফট, বেড়েছে সেবার পরিধি।

বাংলাদেশ বিমান জাতীয় পতাকাবাহী রাষ্ট্রীয় সংস্থা। তাই বহির্বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে বিমানের রয়েছে গুরুতুপূর্ণ ভূমিকা। আমি আশা করি, এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আগামীতে যাত্রীসেবার মান আরও উন্নত করার পাশাপাশি অন্যান্য সেবা সহজীকরণে বিমান কর্তৃপক্ষ যথায়থ ভূমিকা রাখবে।

আমি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সফলতা কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।



জাতীয় পতাকাবাহী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইল- এর ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বিমানের সঙ্গে সংশ্রিষ্টজনসহ দেশবাসীকে আমি আন্তরিক হুভেচ্ছা জানাই।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরেই বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইপের যাত্রা তরু হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র ১৯ দিনের মাথায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স প্রতিষ্ঠা করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।

আমরা গত ১৩ বছরে ডি-হ্যাভিল্যাভ এবং বোয়িং কোম্পানির ড্রিমলাইনারসহ মোট ১৫টি নতুন অত্যাধুনিক উড়োজাহাজ বিমানবহরে যুক্ত করেছি। বোয়িং-এর অত্যাধুনিক ড্রিমলাইনারগুলো দিয়ে নিউইয়র্ক, টরন্টো ও সিডনির মতো গন্তব্যে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ আরও বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। যোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে বন্ধুপ্রতিম এ দেশগুলোর সাথে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটবে। পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ গন্তব্যসমূহে বিমানের যোগাযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ড্যাশ-৮ উড়োজাহাজ ক্রয় করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় বিমান আজ একটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ও সফল এয়ারলাইন্স- এ পরিণত হয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রবাসী কর্মীদের নিরাপদে কাজ্জিত গল্পব্যে পৌছে দিচ্ছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইগ। বিমান নিজস্ব ব্যবস্থাপনা ও সক্ষমতায় ড্রিমলাইনারের জটিল 'সি চেক' কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করছে। এছাড়াও বোয়িং ৭৭৭-৩০০ইআর উড়োজাহাজের ল্যাভিং গিয়ার নিজম্ব সক্ষমতায় সফলভাবে প্রতিষ্থাপন করা হয়েছে। করোনা মহামারীকালীন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আটকে পড়া বাংলাদেশিদের মাতৃভূমিতে ফিরিয়ে আনায় বিমানের কর্মীবৃন্দ তাঁদের দায়িত্ব সফলভাবে পালন করেছেন।

কাঠামোগত উন্নয়ন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির কারণেই বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভিত্তিতে এয়ারলাইল চলাচলের হার বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রাহকদের চাহিদা ও তাঁদের ক্রমবর্ধমান প্রত্যাশা পুরণের লক্ষ্যে বিমানের আধুনিক এয়ারক্রাফট সংগ্রহ, সেবার মান, নেউওয়ার্ক এবং ইন-ফ্লাইট বিনোদন বৃদ্ধির প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে। আমি আশা করি, অত্যাধুনিক উড়োজাহাজ নিয়ে নতুন নতুন গপ্তব্যে উড়ে যাবে আমাদের বিমান আর যাত্রীসেবা হবে আশাতীত।

আমি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইপের সূবর্ণজয়ন্তীর সকল আয়োজনের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক an ENTON শেখ হাসিনা



শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

প্রতিমন্ত্রী त्वजासर्विक विसान शर्विवञ्स ७ शर्यंद्रेन सनुपालरा গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

वां



সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী "মুজিববর্ষ" এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর এই মাহেন্দ্রক্ষণে রাষ্ট্রীয় পতাকাবাহী প্রতিষ্ঠান বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স তার প্রতিষ্ঠার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বিমানের সুবর্ণজয়ন্তীর এই শুভলগ্নে আমি এর সকল গ্রাহক, শুভানুধ্যায়ী, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও দেশে-বিদেশে অবস্থানরত সকল বাংলাদেশি ভাই-বোনদের আন্তরিক অভিনন্দন ও

মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু নিজের হাতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন। এমনকি এই প্রতিষ্ঠানের নামকরণও করেছিলেন তিনি। আমাদের মহান নেতার লক্ষ্য ছিল স্বাধীন বাংলাদেশকে পৃথিবীর বুকে একটি গর্বিত দেশ এবং জ্ঞাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। বর্তমানে জাতির পিতার যোগ্য উত্তরসূরী তাঁর কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার বহুমাত্রিক নেতৃত্ব, ঐকান্তিক অগ্রহ ও প্রচেষ্টায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স আরও আধুনিক ও তার্ণ্যদীপ্ত। ১৯৭২ সালের ৪ জানুয়ারি একটি পুরাতন ডাকোটা উড়োজাহাজ দিয়ে যাত্রা শুরু করা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স আজ ২১টি আধুনিক উড়োজাহাজ সম্বলিত বহরের মালিক। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার তত্ত্বাবধান ও ঐক্যম্ভিক অগ্রহে জাতীয় পতাকাবাহী এই প্রতিষ্ঠানের বহরে যুক্ত হয়েছে বিশ্বের সর্বাধৃনিক প্রযুক্তির বোয়িং ৭৮৭ (ড্রিমলাইনার), ৭৭৭ ও ৭৩৭ উড়োজাহাজসহ ১৫টি নতুন উড়োজাহাজ।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স সর্বদাই দেশ ও দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করে চলেছে। রাষ্ট্রীয় এ প্রতিষ্ঠান জাতীয় প্রয়োজনে সাড়া দিয়ে বিভিন্ন সময় জরুরি সেবামূলক ফ্লাইট পরিচালনা করে থাকে। কোভিড-১৯ মহামারির এই সময়েও বিমান বিনামূল্যে ভেন্টিলেটর পরিবহণের পাশাপাশি সাশ্রয়ী খরচে টিকা ও সুরক্ষা সামগ্রী পরিবহণ করেছে। বিভিন্ন দেশে আটকে পড়া বাংলাদেশিদের ফিরিয়ে এনেছে, আমাদের শিক্ষার্থী ও প্রবাসী কর্মী ভাইদের বিশেষ ফ্লাইট পরিচালনা করে সঠিক সময়ে গন্তব্যে পৌছে দিয়েছে। এছাড়াও জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীকে মালি, সুদান, দক্ষিণ আফ্রিকা, গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র ও মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রসহ বিভিন্ন শান্তিরক্ষা মিশনে পৌছে দিয়েছে।

দেশের এভিয়েশন শিল্পের বিকাশে বিমান পথপ্রদর্শক। প্রতিষ্ঠার পর হতে বিগত বছরগুলোতে বিমান নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তার সময় অতিবাহিত করেছে। বর্তমানে আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনায় বিমানকে নতুন করে গড়ে তোলা হচ্ছে। সেবার মান নিশ্চিতের পাশাপাশি বিমান তার তারুণ্যদীপ্ত বহরের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক এবং অভ্যন্তরীণ অপারেশন এর পরিধি এবং ব্যাপ্তি বৃদ্ধি করছে। সেবার মান বৃদ্ধি করে গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে আরো বেশি সংখ্যক যাত্রীকে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কাজ চলমান রয়েছে। সকলের সন্মিলিত প্রচেষ্টায় বিমানের যাত্রী সেবা এখন পূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় উন্নত ও আপ্তরিক। আমাদের লক্ষ্য বিমানকে যাত্রীদের আছা ও ভালোবাসার ব্র্যান্ডে পরিণত করা। আমি আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে যাত্রী সেবায় বিমান "আকাশে শান্তির নীড়" কথাটির সার্থকতা প্রমাণ করবে।

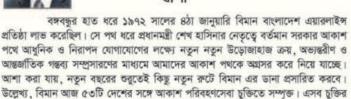
পরিশেষে, আমি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি এবং একই সাথে বিমানের সূবর্ণজয়ন্তীর সকল আয়োজনের সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধ বাংলাদেশ চিরজীবী হোক মোঃ মাহবুব আলী, এমপি



সভাপতি विज्ञासिक विसान भविवञ्चन ७ भरोजिन सञ्चनालरा जन्पर्किं जश्जनीय श्रुयी कशिर्धि বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ।

वां



টেকসই অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে উন্নত পরিবহণ সেবার বিকল্প নাই। এ লক্ষ্যে সরকার দেশব্যাপি ব্যাপক অবকাঠামোগত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে 'সিলেট-কক্সবাজার-সিলেট', 'সিলেট-চট্টগ্রাম-সিলেট' এবং 'সেয়দপুর-কক্সবাজার-সৈয়দপুর' রুটে বিমান-এর ফ্লাইট পরিচালনা শুরু করা হয়েছে এবং সকল অভ্যন্তরীণ গন্তব্যে সাপ্তাহিক ফ্রিকুয়েন্সি বৃদ্ধি এবং কিছুসংখ্যক অপ্রচলিত রুট যেমনঃ 'যশোর-চট্টগ্রাম-যশোর' রুটে ফ্রাইট পরিচালনার বিষয়ে পরিকল্পনা করেছে। যথাশীঘ টরোন্টো, চেন্নাই, মালে, কলম্বো ও শারজাহ-তে বিমান পরিচালনা শুরু এবং টোকিও-তে বিমান-এর ফ্লাইট পুনঃপ্রবর্তন করা হবে। এর ফলে দেশের আকাশ পরিভ্রমণ সেক্টরে নতুন দিগন্তের সূচনা হয়েছে যা দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নেও ব্যাপক ভূমিকা রাখছে বলে প্রতীয়মান হয়।

আওতায় বিমানের দিগন্ত আরো প্রসারিত হবে বলেই আমরা বিশ্বাস করি।

বৈশ্বিক মহামারি করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশের মানুষের জীবন ও জীবিকায় ছবিরতা দেখা দিলেও মহান বিজয়ের মাস ডিসেম্বরের শেষে নতুন করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে বঙ্গবন্ধুর শ্বপ্লের দারিদ্রামূক্ত সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স বহুদূর এগিয়ে যাবে-এই প্রত্যাশা রইল। আশা করব যে, বিমানের সেবার মান আকাশ পথে ভ্রমণের বৈশ্বিক মাত্রা অর্জন করবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।





(च्यावस्यान বিমান পরিচালনা পর্যদ विसात वाश्लाक्ष्म धरावलाईन्ज लिश

वांवी

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী পালন এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্ত্রী উদযাপন এর শুভক্ষণে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স সুবর্ণজয়ন্ত্রী পালন করছে জেনে আমি অত্যন্ত গর্বিত ও আনন্দিত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা ২০৩১ সালে বাংলাদেশকে উচ্চমধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালে সমৃদ্ধিশালী দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে অগ্রসর হচিছ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকের বাংলাদেশকে যে মহা উন্নয়নের পথে নিয়ে যাচ্ছেন, এরই ধারাবাহিকতায় বিমান-এর উড়োজাহাজ বহরের আকার বাড়ছে। বর্তমানে বিমান-এর বহরে ২১টি উন্নত প্রযুক্তির উড়োজাহাজ রয়েছে যার মধ্যে এ সরকারের বিগত এক যুগেই এসেছে ১৫টি চতুর্থ প্রজন্মের উড়োজাহাজ। এজন্য আমি আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমি বিশ্বাস করি যাত্রীসেবা উন্নত হলে একদিকে যেমন বিমান লাভবান হবে, অন্যদিকে দেশের মানুষের সম্ভৃষ্টি লাভ সম্ভব হবে; বাণিজ্যিকভাবে বিমান সফল হবে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স-এর ফ্লাইট বিদেশে যখন যায়, তখন বাংলাদেশেরই প্রতিনিধিত্ব করে। এ কারণে বিমান যাত্রীসেবার মান উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে চলেছে। আমরা চাই আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিমান হয়ে উঠুক সবার কাছে পরিচিত একটি নাম।

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী কার্যক্রমে এখন নিয়মিতভাবে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীদের বহন করছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স। তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের অমূল্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী পরিবহণে দেশটির নিজম্ব বিমান আজ ব্যবহার করছে জাতিসংঘ। বিষয়টি একদিকে আমাদের জন্য গর্বের অন্যদিকে বিমানের জন্য আয় বৃদ্ধির নতুন দিগন্ত। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথ আরও উন্যুক্ত হল আমাদের জন্য। এছাড়া, করোনা মহামারিকালে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স যে দক্ষতার সাথে কার্গো পরিবহণ, আটকে পড়া যাত্রী পরিবহণ এবং দেশের প্রয়োজনে করোনা চিকিৎসা সামগ্রী বহন করেছে সে জন্য আমি বিমানের প্রতিটি সদস্যের সাথে গর্ব অনুভব করছি।

প্রত্যাশিত সেবা ও নিরাপদ যোগাযোগের মাধ্যম হয়ে বিমান পৌঁছে যাক সারা বিশ্বে, সুবর্ণজয়ন্তীতে এই শুভকামনা রইলো।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধ বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।



সচিব त्वजाप्तविक विसान পविवरूत ७ পर्रांडेन सत्त्ववालरा গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

वां

১৯৭২ সালের ০৪ জানুয়ারি যুদ্ধবিধ্বন্ত সদ্য স্বাধীন দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় রাষ্ট্রীয় পতাকাবাহী সংস্থা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স। বিমানের সুবর্ণজয়ন্তীর এই দিনে আমি এয়ারলাইন্সটির স্বপ্লুন্টা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রন্ধা জানাচ্ছি। বিমানের কাছে দেশবাসীর

বাংলাদেশকে একটি এভিয়েশন হাব এবং আকর্ষণীয় পর্যটন গস্তব্য হিসেবে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে বেসামরিক বিমান পবিরহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়সহ এর অধীনত্ত সংস্থাসমূহ নিরলসভাবে কাজ করছে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইস অত্যাধুনিক উড়োজাহাজ বহরের মাধ্যমে যাত্রীদেরকে কাজ্জিত মানের সেবা প্রদানে সচেষ্ট রয়েছে। বহরে আধুনিক উড়োজাহাজ সংযোজন, লাভজনক রুট চিহ্নিতকরণ, সম্প্রসারণ ও নিজম্ব ব্যবস্থাপনায় উড়োজাহাজের জটিল সব রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকান্ত সূষ্ঠুভাবে পরিচালনার মাধ্যমে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স দেশের এভিয়েশন খাতে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছাপন করেছে। বিমানের লক্ষ্য যাত্রীদের পছন্দ বিবেচনায় রেখে গ্রাহকসেবার মান সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করা।

রাষ্ট্রীয় পতাকাবাহী সংস্থা হিসেবে গত পাঁচ দশক ধরে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতি ও ঘাত-প্রতিঘাত অতিক্রম করেছে। সংখ্যুটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত খ্যুপন করে চলেছে। বিমান করোনা মহামারির মধ্যে বিদেশ থেকে আটকে পড়া বাংলাদেশিদের মাতৃভূমিতে ফিরিয়ে আনা, সাশ্রয়ী মূল্যে করোনা টিকা ও সুরক্ষা সামগ্রী পরিবহণসহ বিভিন্ন জরুরি সেবামূলক ফ্লাইট পরিচালনা করে থাকে। দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম প্রধান খাত রেমিটেপের সঙ্গে জড়িত প্রবাসী বাংলাদেশিদের কাঞ্চিত গস্তব্যে পৌছে দিতে বিমান নানামুখী উদ্যোগ নিয়েছে। এছাড়াও বিশ্বের নানা প্রান্তে অবস্থানরত অভিবাসী বাংলাদেশিদের পরিবহণে বিমান সব সময় অর্থণী ভূমিকা পালন করে আসছে। বিশ্বের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংকটে , যুদ্ধাবদ্বায় , বিপদগ্রন্থ বাংলাদেশিদেরকে দ্রততম সময়ের মধ্যে দেশে ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি বিভিন্ন গন্ধব্যস্থল থেকে প্রবাসী কর্মীদের মৃতদেহ অগ্নাধিকারভিত্তিতে মাতৃভ্মিতে স্বজনদের নিকট পৌছে দেয়ার মহতী কাজটিও বিমান করে থাকে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে বেসামরিক বিমান পরিবহণকে নিরাপদ, দক্ষ ও নির্ভরযোগ্য করা এবং প্রয়োজনীয় এভিয়েশন সুবিধাদি প্রদানসহ দেশের পর্যটন আর্কষণসমূহ বহুমাত্রীকরণ ও উন্নত সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় নিরলস কাজ করছে।

विभान বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স তার গঞ্চব্যসমূহ বিষ্ণৃত করার পাশাপাশি সেবার মান উত্তরোক্তর বৃদ্ধিকল্পে প্রয়াস চালিয়ে যাছেছে। সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আমি এয়ারলাইপটি পরিচালনার সঙ্গে জড়িত সকলকে এবং সন্মানিত যাত্রীসাধারণকে অভিনন্দন ও শুভকামনা জানাচ্চি। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সকল আয়োজন সুন্দর ও স্বার্থক হোক।

क्य वाश्ना বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

প্রত্যাশা অনেক, কারণ এটি আমাদের জাতীয় পতাকার ধারক ও বাহক।



ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও विसात वाश्लारम्य प्रयातलारिख लिश

वांी

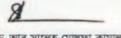


বাংলাদেশে বিহঙ্গরূপী বিমান যাত্রার শুরু হয়েছিল ৫০ বছর আগে। সদ্য স্বাধীন দেশে স্বাধীনতার চেতনায় উজ্জীবিত মানুষগুলো আকাশপানে তাকিয়ে ভেবেছিল- আমাদেরও হবে স্বপ্লতরী, বিজয়ের মাত্র উনিশ দিনের মাথায় ১৯৭২ সালের ৪ জানুয়ারি সে ভাবনাকে বাছবে রূপায়িত করেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি বাংলার অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এরপর ১৯৭২ সালের ৪ঠা মার্চ ঢাকা-লভন রুটে প্রথম আন্তর্জাতিক ফ্লাইট এবং ৭ই মার্চ ঢাকা-চট্টগ্রাম বুটে প্রথম অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট পরিচালনার মধ্য দিয়ে আকাশে ডানা মেলে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইল। জাতির পিতার যোগ্য উত্তরসূরী, বঙ্গবন্ধু তনয়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার ফলে একটা ডিসি-৩ বিমান নিয়ে যাত্রা শুরু করা বিমানের বহর নতুন প্রজন্মের ২১টি উড়োজাহাজ দ্বারা সমৃদ্ধ। আমাদের না চাইতে বড় পাওয়া হলো, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক বিমানবহরে থাকা প্রতিটি উড়োজাহাজের শ্রুতিমধুর সব নামকরণ।

নির্ধারিত ফ্রাইট পরিচালনার পাশাপাশি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স দেশের প্রয়োজনে জরুরি সেবামূলক ফ্লাইটও পরিচালনা করে থাকে। বৈশ্বিক কোভিড-১৯ মহামারির শুরুর দিকে চীনের উহান শহর থেকে আটকে পড়া বাংলাদেশিদেরকে ঝুঁকি নিয়ে মাতৃভূমিতে ফিরিয়ে আনা, লেবানন থেকে আটকে পড়া বাংলাদেশিদের দেশে ফিরিয়ে আনা, বিনামূল্যে ভেন্টিলেটর পরিবহণের পাশাপাশি সাম্রয়ী খরচে কোভিড-১৯ টিকা ও সুরক্ষাসাম্মী পরিবহণ করে দেশের অর্থ দেশেই থাকার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে বিমান। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীর সদস্যদের মাদি, সুদান, দক্ষিণ সুদান, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রসহ বিভিন্ন দেশে পৌঁছে দেয়াসহ কার্গো ও চার্টার্ড ফ্লাইটও পরিচালনা করে আসছে বিমান। নিজের সক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে গত আগস্ট মাসে প্রথমবারের মত চতুর্থ প্রজন্মের বিমানের সি-চেক সম্পন্নের মাধ্যমে জাতির পিতার প্রতি বিনশু শ্রদ্ধার অনন্য নিদর্শন স্থাপন ও মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে বোয়িং-৭৭৭ এর ল্যাভিং গিয়ার প্রতিষ্থাপন করে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করে জাতীয় পতাকাবাহী এই কোম্পানি। পর্যটনখাতের অন্যতম অংশীজন হিসেবে দেশের ঐতিহ্য, সৌন্দর্য ও পর্যটন সংশ্লিষ্ট আকর্ষণগুলোর প্রচার ও প্রসারেও কাজ করে চলেছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স।

রাষ্ট্রীয় পতাকাবাহী আকাশযান হিসেবে বাংলাদেশের মর্যাদাপূর্ণ ব্যাভ-অ্যাম্বাসেডর হতে পেরে বিমান গর্বিত। এয়ারলাইন্স-টির টেইলে থাকা প্রতীকটি যেন এ জাতির গর্ব , অহংকার ও আদর্শেরই প্রতিফলন। তাই জাতির সম্মানকে সমুন্নত রাখতে বিমান বন্ধপরিকর।

সেবার মান উন্নয়ন ও গ্রাহক সম্ভুষ্টি বৃদ্ধিসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অবদান রাখার সাথে সাথে টেকসই সম্প্রসারণ ও যৌক্তিক মুনাফা অর্জনে সচেষ্ট হওয়াই হোক ৫০ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে আমাদের অঙ্গীকার। দেশবাসীর এ জাতীয় সম্পদকে যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও মর্যাদার সাথে পরিচালনায় আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।



ড. আবু সালেহ্ মোন্ডফা কামাল



